দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু আগামীকাল

পরীক্ষার্থী ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমাপনী জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে ১৭ নভেম্বর। আর ফল প্রকাশ হবে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে। ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা চালু হয়েছে। সপ্তমবারের মতো এ পরীক্ষা হচ্ছে।

এবার ৯টি বোর্ডের অধীনে ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এর মধ্যে জেএসসিতে ২০ লাখ ৩৮ হাজার ৩০৩ ও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন। আর গত বছরের তুলনায় এবার এ দুটি পরীক্ষায় মোট শিক্ষার্থী বেড়েছে ৮৬ হাজার ৮৪২ জন। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জেএসসি-জেডিসি

২০ পৃষ্ঠার পর

গত বছর পরীক্ষার্থী ছিল ২৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৩৩ জন।

এ বছর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও শেষ করে এনেছিল মন্ত্রণালয়টি। কিন্তু মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এ উদ্যোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় জানিয়ে গত ২০ অক্টোবর এ প্রক্রিয়া থেকে সরে আসে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছেই এ দুটি পরীক্ষার দায়িত্ব চলে আসে।

গতকাল রবিবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। আগে পরীক্ষার হলে ঢুকে গেলে আমরা ১৫ মিনিট আগে খাতা দিয়ে দেব। ভবিষ্যতে আমরা হয়তো এটি বাধ্যতামূলক করে দেব।

২০১৬ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ছাত্রের তুলনায় এক লাখ ৬৪ হাজার ২৯ জন ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটি পরীক্ষায় মোট ছাত্র ১১ লাখ ২৪ হাজার ৩৭৩ জন ও ছাত্রী ১২ লাখ ৮৮ হাজার ৪০২ জন। এরমধ্যে জেএসসি ছাত্র ৯ লাখ ৪৯ হাজার ১৪৫ জন ছাত্রী ১০ ৮৯ হাজার ১৫৮ জন। জেডিসিতে ছাত্র এক লাখ ৭৫ হাজার ২২৮ জন ও ছাত্রী এক লাখ ৯৯ হাজার ২৪৪ জন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় দেয়া হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পলসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই তাদের জন্য শ্রুতি লেখকের সুযোগ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রালপলসি আক্রান্ত পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বৃদ্ধিসহ শিক্ষক বা অভিভাবক বা সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ এবারও থাকছে।